



65955 - সহেরেরি সময়ে পড়তে হয় ইসলামী শরিয়তে এমন কোন দুআ আছে কী?

প্রশ্ন

স্কুলে অধ্যয়নকালে আমি মনে করতাম যে, শুধু ইফতারের সময় বিশেষে দুআ আছে; সহেরেরি সময়ে নয়। কারণ সহেরেরি সময়ে নযিযত করা হয়; আর নযিযতের স্থান হলো অন্তর। তবে আমার স্বামী আমাকে বলছেন যে, সহেরেরি সময়ও বিশেষে দুআ আছে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট করবেন- এই কথা সঠিক কনি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ, হাদিসে এমন কিছু দোয়া বর্ণিত হয়েছে যে দোয়াগুলো একজন রোজাদার ইফতারের সময় তথা রোজা ভাঙার সময় পড়বেন। যমেন রোজাদার বলবেন:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَ ثَبَّتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله

“পিপাসা দূরীভূত হল, শরি-উপশরি সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহতে সওয়াব সাব্যস্ত হল।” এছাড়াও রোজাদার তার পছন্দমত যে কোন দুআ করতে পারেন। এই দোয়া করার কারণ এই নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ (সুন্নাহ) হতে সুনর্দিষ্টভাবে এ ক্ষেত্রে কোন উদ্ধৃতি আছে। বরং এজন্য যে, এটি একটি ইবাদতের সমাপ্তি পর্ব। এ ধরনের সময়ে একজন মুসলমানের দুআ করা শরিয়তসম্মত।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

ইফতারের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত মাসনুন (সুন্নাহতে প্রমাণিত) দুআ আছে কি? এই দোয়া করার সময়ই বা কখন? একজন রোজা পালনকারী কি মুয়াজ্জনিরে সাথে আযান পুনরাবৃত্তি করবেন; নাকি তার ইফতার চালিয়ে যেতে থাকবেন ?

উত্তরে তিনি বলেন :

“নঃসন্দেহে ইফতারের সময় দুআ কবুলের সময়। কারণ এটি একটি ইবাদত পালনের শেষে মুহূর্ত। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইফতারের সময় রোজাদার দুর্বল থাকে। আর মানুষ যত বেশি দুর্বল থাকে ও অন্তর যত নরম থাকে সে তত বেশি আল্লাহর



প্রতি অনুগত ও বনিয়ী হয়। ইফতারের সময়েরে মাসনূন দুআ হল:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“হে আল্লাহ আমি আপনার জন্য রোজা পালন করলাম এবং আপনার দয়োর যিকি দ্বারা ইফতার করলাম।”

এ বিষয়ে আরও একটি দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَ تَبَّتِ الأَجْرُ إِن شَاءَ الله

“পিপাসা দূরীভূত হল, শরী উপশরী সক্তি হল এবং আল্লাহ চাহতে সওয়াব সাব্যস্ত হল।”

এই হাদীসদ্বয় সাব্যস্তেরে ক্ষত্রে দুর্বলতা থাকলেও আলমেগণেরে কড়ে কড়ে এই হাদসিদুটোকে “হাসান” হাদসি হিসেবে আখ্যায়তি করছেন। যাই হোক, আপনি ইফতারেরে সময় এই দুআ দুটি পড়তে পারনে অথবা অন্য য়ে কোন দুআ করতে পারনে। এটি দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত।” সমাপ্ত [মাজমূ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (প্রশ্ন নং ১৯/৩৪১)]

“পিপাসা দূরীভূত হল...” ও “হে আল্লাহ, আপনার জন্য রোজা পালন করলাম...” এই দুই হাদীসেরে তাখরীজ (সনদ-বিশ্লেষণ) জানতে দেখুন (26879) নং প্রশ্নেরে উত্তর। সখোনে প্রথম হাদসিটির “যয়ীফ” (দুর্বল) হওয়া ও দ্বিতীয় হাদসিটির “হাসান” (মধ্যমমান) হওয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং সখোনে দুআ সংক্রান্ত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়াহ এর ফতোয়াও উল্লেখ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে সহেরেরি সময় পড়তে হয় এমন কোন বিশিষে দুআ নহে। শরীয়তসম্মত হল, খাওয়ার শুরুতে বসিমল্লাহ বলে বা আল্লাহর নামে শুরু করা এবং খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে তাঁর প্রশংসা করা, যমেন্ট সব খাওয়ার বলেয় করা হয়।

তবে য়ে ব্যক্তি রাতেরে এক তৃতীয়াংশ অতবাহতি হওয়ার পর সহেরে খায় তনি এমন একটি সময় পান য়ে সময়ে আল্লাহ তাআলা অবতরণ করেন এবং য়ে সময়ে দোয়া কবুল হয়। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত য়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ رَوَاهُ البَخَارِي ( 1094 ) وَمُسْلِم ( 758 )

“রাতেরে শেষে তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আমাদেরে মহান রব্ব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অবতরণ করে তনি বলতে থাকেন: ‘কে আমার কাছে দোয়া করবে? আমিতার দোয়া কবুল করব। কে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তাকে দান করব। কে আমার কাছে ইসতগিফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দবি।”[হাদসিটি বর্ণনা করছেন ইমাম



বুখারী (১০৯৪) ও মুসলিমি (৭৫৮)] সুতরাং এ সময়ে দুআ করা যতে পারে। যহেতে এটি দুআ কবুলরে সময়; সহেররি সময় হিসবে নয়।

আর নযিয়তরে স্থান হচ্ছে অন্তর। জহ্বা দ্বারা নযিয়ত উচ্চারণ করা- শরযিতসম্মত নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়াহ বলছেন: “যে ব্যক্তি মনে মনে সংকল্প করলো যে, সে পররে দনি রোজা পালন করবে, তবে তার নযিয়ত করা হয়ে গলো।” (37643 ) ও (22909 ) নং প্রশ্নরে উত্তর দেখুন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।